এম. ডি. প্রোডাকসন্সের নিবেদন
শ্যামলী
প্রযোজনা: বলাই চন্দ্র দত্ত • পরিচালনা: বিনয় ব্যানার্জ্জী
10-10-52
GORA

এম, ডি প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য

শ্যামলী

চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সম্পাদনা—**বিনয় ব্যানার্জী**

শব্দযন্ত্রী : গৌর দাস
প্রধানকর্ম্মসচিব : বিভূতি ব্যানার্জী
শিল্প-নির্দ্দেশক : মণি মজুমদার
রসায়নাগরিক : শৈলেন ঘোষাল

রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
ষ্টুডিও ম্যানেজার : প্রমোদ সরকার
স্থিরচিত্র : ষ্টীল্ ফটো সার্ভিস
ব্যবস্থাপক ও প্রচার সচিব :
অমরেন্দ্র ব্যানার্জী (পাঁচু)

কাহিনী ও গীতরচনা : **চারু মুখার্জী**

সঙ্গীত পরিচালনা : **শৈলেন ব্যানার্জী**

চিত্রগ্রহণ : **রমেন পাল**

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : সত্যরঞ্জন, বিজন চক্রবর্ত্তী
চিত্রশিল্পে : নরসিংহ রাও
শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ, হিমাংশু
সম্পাদনায় : অসিত মুখার্জী

রূপসজ্জায় : অনাথ মুখার্জী, দুর্গা চ্যাটার্জী
আলোক-নিয়ন্ত্রণে : অনিল দত্ত, মন্টু,
সিংহ, বিনয় ঘোষ
সঙ্গীতে : বারীন চ্যাটার্জী

ডিজাইনার : গোরাচাঁদ রায়

ইউনাইটেড সাইন ল্যাবরেটরীতে
পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ
শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক :
ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১৩

রূপায়ণে ঃ

সন্ধ্যারাণী, ছায়া দেবী, সুপ্রিয়া ব্যানার্জী, জহর, পরেশ, সমীরকুমার, শীতল, অনন্ত চৌধুরী (এ্যাঃ), শঙ্কর বাগচী (এ্যাঃ), মণি চট্টোঃ, শান্তা, প্রতিমা, শেফালী, আদিত্য, সুনীল, ও আরো অনেকে।

প্লে-ব্যাক—

সন্ধ্যা মুখার্জ্জী
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
সুপ্রীতি ঘোষ

কাহিনী

বাপ-মা হারা শ্যামলী আশ্রয় পেল পিতৃ-বন্ধু উপেনের বাড়ী। উপেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রমার যাতনায় শ্যামলী অস্থির হয়ে ওঠে। দু'মুঠো অন্নের জন্যে শ্যামলীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।

উপেনের প্রথম পক্ষের ছেলে অরুণ শ্যামলীকে সহানুভূতি জানায় প্রেমের ছোঁয়াচ দিয়ে। শ্যামলীর বুক ফাটে, তবুও মুখ ফুটে তা'র ঐ সহানুভূতি মেনে নিতে পারে না—রমার ভয়ে।

রমার ছেলে মাণিক, মা'র প্রতীক নিয়েই তৈরী হয়েছিল। অরুণের সঙ্গে শ্যামলীর মেলামেশায় মাণিক শ্যামলীকে নিজের কবলে নেবার চেষ্টা করলো। শ্যামলী তাতে জানায় প্রতিবাদ—ফলে দাঁড়ায় বিপর্যয়। এই গোলযোগের মাঝে অরুণ করে প্রতিবাদ, মা ও মাণিকের বিরুদ্ধে। তাতে শ্যামলী আর অরুণ দু'জনেই বিতাড়িত হয় রমা দ্বারা, উপেনের কোনো যুক্তিই রমাকে বাঁধতে পারল না।

শ্যামলী আর অরুণের চলার পথে, মাণিকের কারসাজিতে গুণ্ডা দ্বারা অরুণ হোলো আহত শ্যামলীকে গুণ্ডারা পারলো না তাদের কবলে আনতে, মাণিকের কথামত। শ্যামলী দিল জলে ঝাঁপ, জীবনটাকে শেষ করবার অভিসন্ধিতে।

আহত অরুণকে গুণ্ডার দল ফেলে দিল রাস্তায়।

শহরের ধনীর কন্যা কল্পনার মটর আহত অরুণের সামনে এসে দাঁড়াল—তুলে নিল তাকে গাড়ীতে।

শ্যামলীর বাসনা হোলো না পূর্ণ। জেলের দল সংজ্ঞাহীন শ্যামলীকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে। জেলের হাবা ছেলে, দুলাল চাইলো শ্যামলীকে বিয়ে করতে। শ্যামলী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়।

ধনীর কন্যা কল্পনা অরুণকে পেয়ে বাঁচিয়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা কোরলো।.....

শ্যামলী হাবার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে সুরেশের সংসারে আশ্রয় পেল। কিন্তু পরিবর্ত্তে পেল অত্যাচার আর উৎপীড়ন। ফলে রাস্তাই তার কাছে সম্বল হয়ে দাঁড়াল।.....

অরুণকে হারিয়ে উপেন নিল শয্যা—কিন্তু রমার অত্যাচার কোনোদিনই কমলো না।.....

কল্পনা অরুণকে সুস্থ করে তুল্‌লো—তার সঙ্গে অরুণকে ভেবে নিল তার সবচেয়ে আপন, অরুণও নিল কল্পনার সমস্ত সম্পত্তির ভার। ফলে কল্পনা যত অরুণকে কাছে পেতে চায়, অরুণ কাজের অছিলায় নিজেকে তত দূরে সরিয়ে রাখে।

কল্পনা বলে: "আপনি ফুল ভালবাসেন না?"

অরুণ বলে: "ফেলে-আসা মনকে কি ফুল দিয়ে ভোলানো যায় কল্পনা দেবী?"

কল্পনার জীবনে জাগে রঙ্গীন স্বপ্ন, রঙ্গীন আশা—

কিন্তু শ্যামলী বলে: "আমায় দু'টো ভাত দেবেন?"

তারপর???

সঙ্গীতাংশ

(১)

জনম দুঃখী যারা তাদের দেয়না কেহ ঠাঁই
নদী স্রোতে তৃণের মত তাইতো ভেসে যাই।
দুর হ'তে হায় গৃহছায়া
শুধুই রচে মিছে মায়া
কাছে গিয়ে দেখি সেথায় একটু স্নেহ নাই ॥

আমরা যেন পরগাছা হায় ফসল ধরা গাছে
এড়িয়ে যেতে পারলে মোদের সবাই যেন বাঁচে।
কয়না কেহ ডেকে কথা,
দেখে না কেউ কি যে ব্যথা
বোঝে না যে আমরা মানুষ, আমরা সবই চাই।

(ভিখারী

(২)

আজ কেন এত ভাল লাগে
নদী কলতান
পাপিয়ার গান
শুনেছি তো কত আরো আগে।
আগে কোনদিন বোঝেনিক মন
এত সুন্দর ফুল-বীথি বন
এত মধুময় ভোরের বাতাস অলিগুঞ্জন ফুলবাগে ॥

কত রূপরস গন্ধে ও রংএ ধরণী আছে যে ভরা,
আগে কোনোদিন এমন করিয়া পড়েনি নয়নে ধরা,
কে যেন আজিকে ভাঙালো গো ঘুম
আঁখি পাতে মোর এঁকে দিয়ে চুম
অজানা পুলকে তাই কাঁপে হিয়া
প্রথম প্রেমের অনুরাগে ॥

(কল্পনা)

(৩)

তোরি নয়না লাগে মোসে
জিয়া চাহে সো ক্যারে
দিন নহি চৈন, রাত নাহি নিদিয়া
বালি উমরিয়া তিরছি নজ্‌রিয়া
তড়পত বিতে হরঘড়িয়া
এক্ আরজ মোরে তোসে
সৈইয়া ইয়ু না মারো মোহে ॥

(মাণিক

(৪)

এখনই তুমি যেওনা ওগো চলে।
না হয় মালা না ই বা নিলে গলে ॥
তবু তুমি থাকলে পাশে,
মনে কত পুলক আসে,
শেষ করা তার যায়না যেগো বলে ॥

কোনদিন কি যায়নি তোমার বৃথা অকারণে,
বেশ করে আজ ভেবে তুমি দেখ দেখি মনে,
এই অনুরোধটুকু রাখ,
আর কিছুদিন কাছে থাক,
একদিন ত' যাবেই ওগো যাবার সময় হ'লে ।

(কল্পনা ;

(৬)

ভালবেসে মোর স্বর্গ রচনা হোলো না।
মিছে শুধু হায় নিজেরে করিনু ছলনা॥
বালু নিয়ে সারা বেলা,
করে গেনু মিছে খেলা,
একটি আঘাতে ভেঙ্গে গেল সেই খেলনা॥

সাথী হারা মোর কেটে যায় আজি দিন
আঁধারে একাকী চলি যে ক্লান্তিহীন
নিভে গেছে আলো আশা,
বুকে কাঁদে ভালবাসা,
সে ব্যথার হায় নাহি আর কোনো তুলনা॥

(শ্যামলী)

(৫)

প্রদীপখানি জ্বালতে আমি গেলাম যতবার,
সে যে নিভ্‌লো বারেবার॥
তাইতো আজি আঁধার রাতি
হ'য়েছে মোর পথের সাথী
না বাজিতে ছিঁড়ে গেল পরাণ বীণার তার॥

নিভ্‌লোনাকো শুধু আমার মনের দীপ শিখা
মরু-বুকে রাখলো সে যে জ্বালিয়ে মরীচিকা
এ জীবনে জ্বলবে কিনা
দীপখানি মোর তাও জানিনা
তবু আমি আশায় চলি ভাঙ্গি অন্ধকার॥

(শ্যামলী)

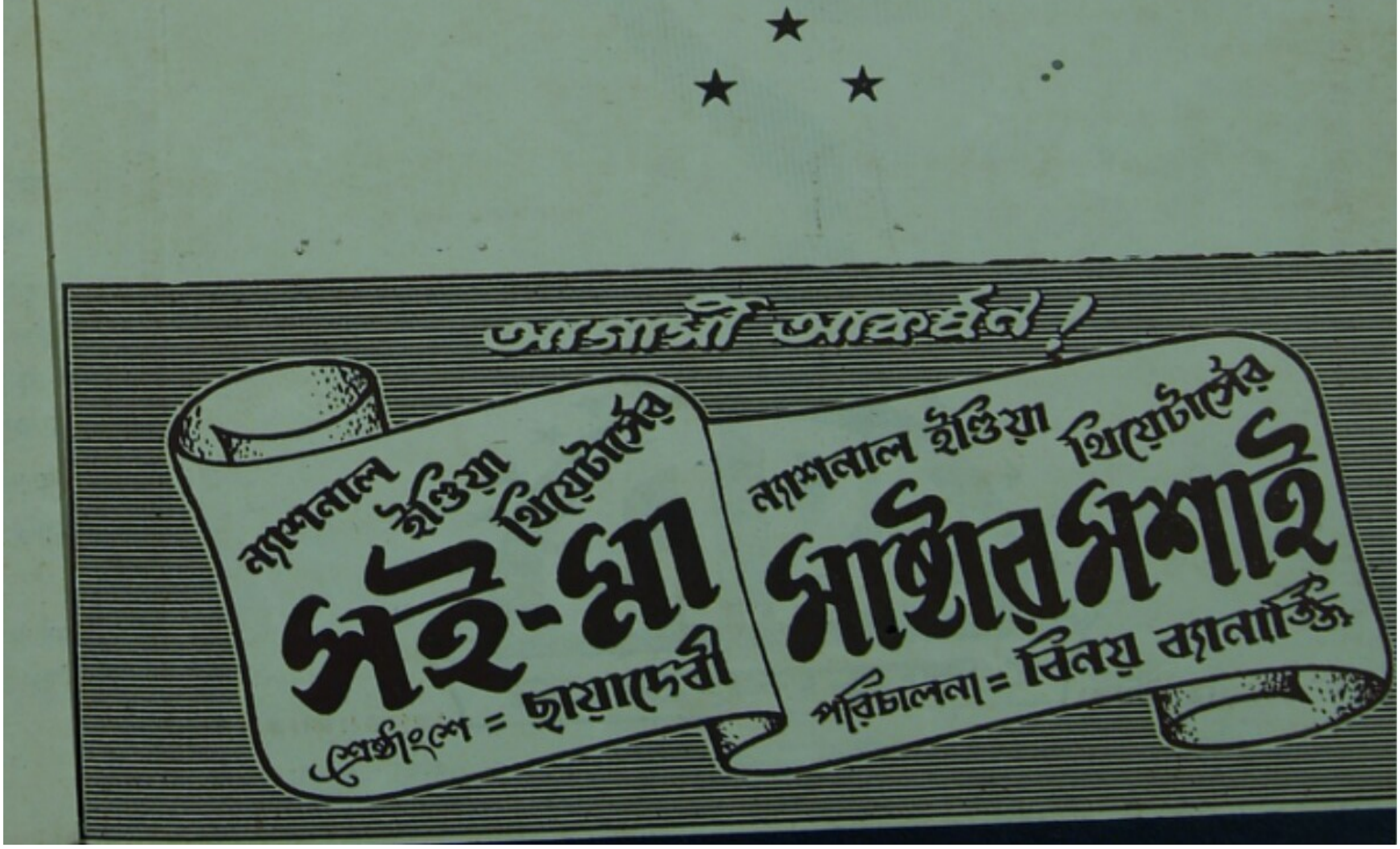

প্রস্তুতির পথে !

এন, আই, টি'র

কৃষ্ণলীলা

এম, ডি, প্রোডাকসন্সের

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

?

এম. ডি.

প্রোডাকসন্স

শ্রীঅমরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্সে'র পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, ঠাকুর ক্যাশেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।